দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 28 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ... ৩

গোবিন্দগঞ্জ মহিলা কলেজ, হচ্ছেটা কি?

মফিজুল হক তারা

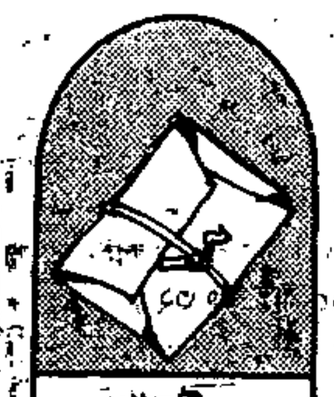

প্রোফাইল

নারী শিক্ষার আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে ওঠা গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ মহিলা কলেজ। এখন একটি সন্ত্রাসী চক্রের হাতে জিম্মি হয়ে ধ্বংসেরউপক্রম। ঐ চক্রের অবাঞ্ছিত হামলা, মামলা ও শিক্ষক অপহরণের ঘটনায় ছাত্রীদের লেখাপড়াই শুধু ব্যাহত হচ্ছে না, শিক্ষকরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর ১৪৪ ধারা জারির প্রতিবাদে বিভিন্ন মহলের নিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ, স্মারকলিপি পেশ ও সংবাদ সম্মেলন অব্যাহত রয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ এএইচএম কামরুল আলম জানালেন গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানা নামকরণ নিয়ে ঢাকা প্রবাসীরা গোবিন্দগঞ্জ সমিতি নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সমিতির শিক্ষামূলক প্রকল্পের একটি ফসল গোবিন্দগঞ্জ মহিলা কলেজ যা সমিতির একক প্রচেষ্টায় নিজস্ব জমিতে ১৯৯১ সালে স্থাপিত হয়েছে। উদ্দেশ্য মহীয়সী নারী বেগম রেকোয়ার আদর্শ বাস্তবায়ন এবং এলাকায় নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ। বিদ্যা অর্জনের পাশাপাশি কলেজটিতে চালু করা হয়েছে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক বেশ কিছু প্রকল্প। এর মধ্যে সেলাই শিক্ষা, হস্তশিল্প, মাছের চাষ, নার্সারি স্থাপন, হাঁস-মুরগি পালন, ভকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবসর সময়ে এসব প্রকল্প থেকে ছাত্রীদের অতিরিক্ত আয় উপার্জন করা, লেখাপড়ার খরচ পুষিয়ে নেয়া, শিক্ষা সমাপনীতে উচ্চ শিক্ষা কিংবা বিয়ের ব্যয়ভার বহনের সুযোগ নিশ্চিত করার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। এতে অভাবী ছাত্রীদের নিজ পায়ে দাঁড়ানো এবং অভাবী পিতামাতার খরচ বাঁচানোর উপায় নিশ্চিত হয়েছে। এসব ব্যতিক্রমধর্মী সুযোগ পেতে কলেজটিতে ছাত্রীসংখ্যাও বেড়ে গেছে। বর্তমান ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড় হাজার। তাছাড়া ১৯৯১ সালে স্থাপিত কলেজটি ১৯৯৩ সালেই ডিগ্রীতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে মাস্টার্সসহ অনার্স কোর্স চালুর পদক্ষেপ রয়েছে। যা অনেক পুরানো কলেজের ক্ষেত্রেও সম্ভব হয়নি।

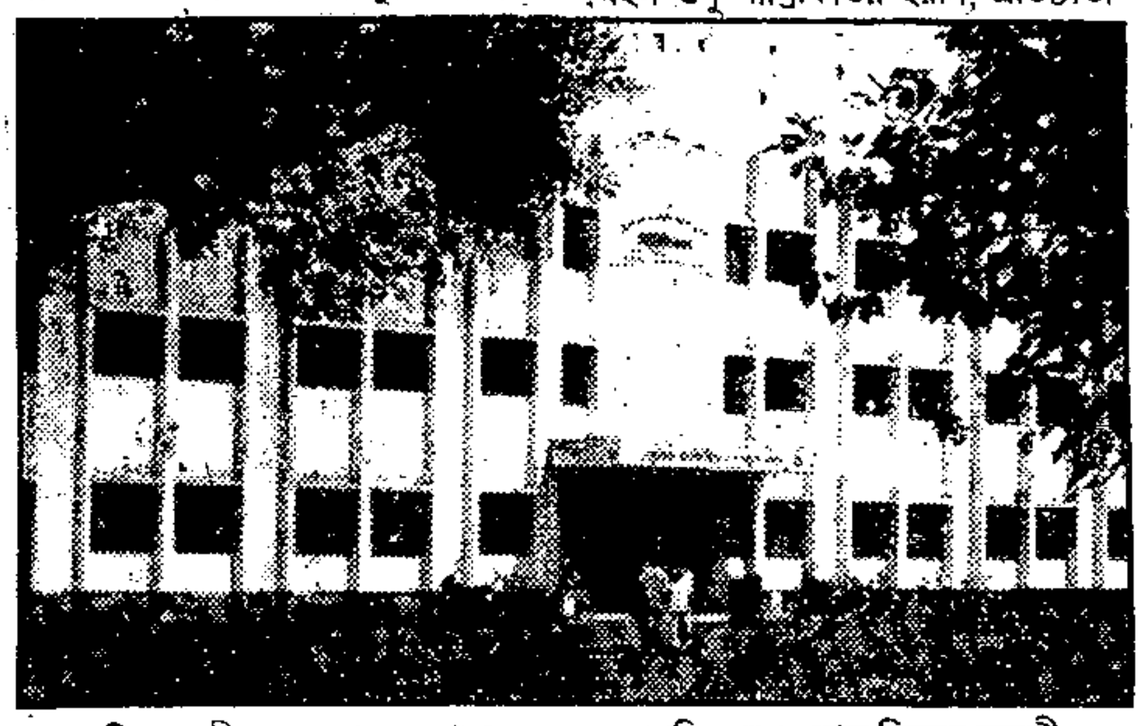

শুধু তাই নয়, লেখাপড়ার মান, সন্তোষজনক ফলাফল ও দ্রুত উন্নতির পেছনে রয়েছে গোবিন্দগঞ্জ সমিতির মহাসচিব এম এ মোত্তালিবের আন্তরিক সহযোগিতা। তিনি এ কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তার আঞ্চলিক প্রীতিতে সমিতির ব্যানারে মহিলা কলেজের বাইরেও গড়ে উঠেছে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আর্থসামাজিক সংগঠন– যা দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসেবে পরিণত হয়েছে। এলাকার এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় একটি স্বার্থান্বেষী মহল শুধু পরশ্রীকাতর হয়নি, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এমএ মোত্তালিবকে সন্ত্রাসী কায়দায় সরিয়ে কলেজটিকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। উন্নয়ন অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছে।

কলেজ অধ্যক্ষ আরো উল্লেখ করেন, ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কলেজের বর্তমান ভবনে স্থান সংকট দেখা দিয়েছে। নতুন ভবন নির্মাণ ও শ্রেণীকক্ষ বাড়ানো জরুরি হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যেই ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের সহায়তায় কলেজের নির্ধারিত জায়গায় একটি দ্বিতল ভবন নির্মিত হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রতিষ্ঠার কারণে নির্ধারিত স্থানে ক্রয়কৃত নিজস্ব জায়গায় গত ২১শে জানুয়ারি বিকেল ২টায় একটি নতুন ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতীয় ক্রীড়া ও জাতীয় মহিলা সংস্থার নেত্রী মিসেস মাহবুব আরা গিনির প্রধান অতিথি হিসেবে এই ভিত্তি স্থাপনের কথা ছিল। কিন্তু এর একদিন আগে সংশ্লিষ্ট কুচক্রী মহল উক্ত অনুষ্ঠান পণ্ডের জন্য সন্ধ্যায় একটি মিছিল বের করে। সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। ঐদিন সমিতি স্থানীয় শাখা ইফতার পার্টি শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে শীতার্ত মানুষের সেবায় শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে মিছিলকারীরা হামলা চালায়। এতে সমিতির সদস্য ও কলেজের শিক্ষকসহ ৬ জন আহত হয়। একই দিন রাত ১২টায় সন্ত্রাসীদের প্রভাবে গোবিন্দগঞ্জ থানার টিএনও ২১শে জানুয়ারি নির্ধারিত অনুষ্ঠানের উপর ১৪৪ ধারা জারি ঘোষণা দেন। এর ফলে উন্নয়ন কাজের অনুষ্ঠানটি পণ্ড হয়ে যায়। অথচ নির্ধারিত অনুষ্ঠানে ঐ ১৪৪ ধারা জারি হওয়ায় কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়নি।

অন্যদিকে স্থানীয় প্রশাসনের এই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক–কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী, জনতা তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। টিএনওর অপসারণসহ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার দাবি করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

পরে একই ইস্যুতে বিভিন্ন মহল থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রধানমন্ত্রীর কাছে বেশ কয়েকটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।